প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ১ ...

বরগুনায় শিক্ষকের পিটুনিতে আহত সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র

বাগেরহাটে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন হাসপাতালে

বরগুনা ও বাগেরহাট প্রতিনিধি

প্রাইভেট না পড়ায় সপ্তম শ্রেণীর মেধাবী এক ছাত্রকে তার শিক্ষক বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বরগুনা জিলা স্কুলে গত রোববার এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানানো হলে অভিযুক্ত শিক্ষক বাবুল আকতার ক্ষেপে গিয়ে পরদিন ওই ছাত্র জয়কে টিসি (ছাড়পত্র) দেওয়ার হুমকি দিয়ে ক্লাস থেকে বের করে দেন বলে তার অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

জয় ও তার সহপাঠীরা জানায়, তারা কয়েকজন শিক্ষক বাবুল আকতারের কাছে প্রাইভেট পড়ত। এক মাস আগে জয় অন্য এক শিক্ষকের কাছে পড়তে শুরু করে। এতে ওই শিক্ষক ক্ষুব্ধ হন এবং ক্লাসে জয়ের প্রতি বিরূপ আচরণ করতে শুরু করেন।

রোববার গণিত ক্লাসে শিক্ষক বাবুল উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাঠ্যসূচির বাইরে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন জয়কে। সে এগুলোর উত্তর দিতে না পারলে বাবুল আকতার তাকে বেত দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকেন। এক পর্যায়ে জয় অসুস্থ হয়ে পড়লে সহপাঠীরা রিকশায় করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেয়।

এ বিষয়ে শিক্ষক বাবুল আকতার বলেন, ক্লাসে তিনি জয়ের কাছে গণিতের সূত্র জানতে চান। জয় তা না পারায় পড়া আদায়ের জন্য বেত্রাঘাত করেন। তবে জয় যে বাতজ্বরের রোগী তা তিনি জানতেন না বলে জানান।

অন্যদিকে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আহমেদ কবির বলেন, জয়ের পরিবার ও সহপাঠীদের কাছ থেকে বিষয়টি তিনি শুনেছেন। তিনি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, জয় পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে।

এদিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া শরৎচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশান্ত কুমার মসিতের মারধরের শিকার হয়ে সদর হাসপাতালের বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র অতনু ভদ্র (১৪)। সে কাড়াপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিমডাঙ্গা গ্রামের শংকর প্রসাদ ভদ্রের ছেলে।

অতনুর পরিবারের সদস্যরা জানান, সোমবার ক্লাস চলাকালে কৃষিশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক সুশান্ত দুষ্টামির অভিযোগে চার ছাত্রকে মারেন। এদের একজন অতনুর পাশে বসে তাকে আঘাতের চিহ্ন দেখায়।

এটি দেখে শিক্ষক সুশান্ত ক্ষেপে গিয়ে অতনুর ওপর হামলে পড়ে তাকে মারধর ও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারেন। বাড়ি ফিরে অতনু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ওই রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাড়ি ফিরে অতনু অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতে তাকে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. আবদুস সালাম জানিয়েছেন, অতনু মাথা ও বুকে আঘাত পেয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে ছেলের পাশে বসে অতনুর বাবা সাংবাদিকদের জানান, মাঝেমধ্যে জ্ঞান ফিরলেও অতনু আবোল-তাবোল বকছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক সুশান্ত কুমার মসিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দুষ্টুমি করার কারণে অতনুকে মারার কথা স্বীকার করে বলেন, 'আমি ওকতল কোনো আঘাত করিনি।'